পদক্ষেপ
মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

(পদক্ষেপ এর একটি মাসিক 'ই' সাময়িকী)
ই নিউজ

বর্ষ: ১৩ | সংখ্যা: ১২৫

সম্ভাবনার ক্ষমতায়নে সাম্যে গড়া
টেকসই ভবিষ্যতের লক্ষ্যে ১৯৮৬ থেকে

জুলাই ২০২৩

'RAISE' প্রকল্পের গুরু-শিষ্য কার্যক্রমের আওতায় দক্ষ ওস্তাদ মোঃ শরীফ মজুমদার এর 'মোবাইল সার্ভিসিং' প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুমন খান ও ইয়াসিন এর কর্মসংস্থান

চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ গ্রামের মোঃ শরীফ মজুমদার (২৯), স্ত্রী ও ২ বছরের ১ সন্তানসহ বসবাস করেন ঢাকার মিরপুরে। ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করে আর পড়া হয়নি তার। ছোটবেলা থেকেই ইলেকট্রনিক ডিভাইস এর প্রতি তার আকর্ষণ ছিল প্রবল। ডিভাইসের প্রতি ভালো লাগা থেকে মোবাইল ফোন সার্ভিসিং পেশায় যুক্ত হন তিনি। বর্তমানে তার ব্যবসার বয়স ১০ বছর এবং প্রতিষ্ঠানের নাম "মল্লিক ইলেকট্রনিক্স"।

পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়িত 'Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE)' প্রকল্পের আওতায় সংস্থার মিরপুর ব্রাঞ্চ থেকে তিনি শিক্ষানবিশি কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত জানার পর অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। শিক্ষানবিশি কার্যক্রমের আওতায় একজন দক্ষ ওস্তাদ/গুরু নির্বাচনের যে সকল শর্তাবলী এবং শিক্ষানবিশিকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার যেসমস্ত কর্ম পরিবেশ প্রযোজ্য তা তার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিদ্যমান থাকায় তাকে গুরু হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।

বিশ্ব ব্যাংক ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় পরিচালিত 'RAISE' প্রকল্পের গুরু-শিষ্য/শিক্ষানবিশি কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, স্বল্প আয়ের তরুণদেরকে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলা এবং মজুরি ভিত্তিক স্ব-কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদান করা। শরীফ উক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজে পিছিয়ে পড়া তরুণদের দক্ষ করে গড়ে তোলার পাশাপাশি তার প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি দক্ষ কর্মী বাহিনী গঠনের সুযোগ পাবে বিধায় সে এ প্রকল্পে কাজ করার জন্য খুবই আগ্রহী ছিল। শিক্ষানবিশি কার্যক্রমটিতে সে ২ জন তরুণকে ছয় মাসব্যাপী কারিগরি প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করার মাধ্যমে সম্মানি হিসেবে তার দক্ষতা ও মেধার বিনিময় মূল্য পাবে আবার তার অধীনে প্রশিক্ষণাধীন শিষ্যদের প্রশিক্ষণ দিতে তাকে কোন প্রকার অর্থ/মজুরি প্রদান করতে হচ্ছে না। প্রকল্পের এ সকল সুযোগ সুবিধার কথা বিবেচনা করে সে এই প্রকল্পের একজন গুরু/ওস্তাদ হিসেবে কাজ শুরু করে। গুরু হিসেবে নির্বাচনের পর গুরু-শিষ্য কার্যক্রমের আওতায় তাকে ২ দিনের একটি ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়। যেখানে ওস্তাদ হিসেবে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য, তার কাজের পরিবেশ, সামাজিক ব্যবস্থাপনা'সহ শিক্ষানবিশি কার্যক্রমের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

শরীফ মজুমদার জানুয়ারি ২০২৩ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত এই ৬ মাস প্রকল্পের শিক্ষানবিশি/গুরু-শিষ্য কার্যক্রমের আওতায় তার প্রতিষ্ঠানে সুমন খান ও মোঃ ইয়াসিন এই ২ জন শিষ্যকে মোবাইল ফোন সার্ভিসিং বিষয়ে সফলভাবে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন। তিনি অত্যন্ত যত্নসহকারে তাদেরকে মোবাইল ফোন সার্ভিসিং বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তুলেছেন। প্রশিক্ষণরত ২ জন শিষ্যের কাজের প্রতি একাগ্রতা ও দক্ষতা দেখে সে তার প্রতিষ্ঠানে একজনকে এবং অন্য আর একটি প্রতিষ্ঠানে আরও একজনকে কর্মী হিসেবে স্থায়ীভাবে নিয়োগ প্রদানের ব্যবস্থাও করেছেন। নিজ হাতে ২ জন শিষ্যকে সফলভাবে প্রশিক্ষিত করার পর তাদের সফলতা দেখে শরীফ মজুমদার অনেক আনন্দিত ও গর্বিত। একটি মোবাইল ফোন সার্ভিসিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন রয়েছে শরিফের। যেখানে স্বল্প-আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ তরুণীরা মোবাইল ফোন সার্ভিসিং বিষয়ক কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে মজুরিভিত্তিক ও স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

“প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্রাকটিসেস” প্রকল্পের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের চলমান পরিবেশগত কার্যক্রম পরিদর্শন

পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও বিশ্ব ব্যাংক এর আর্থিক সহায়তায় ‘সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)’ এর উপ-প্রকল্প ‘প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস’ প্রকল্পের আওতায় সকল শাখার ‘এসইপি’ উদ্যোক্তাদের কর্মক্ষেত্র পরিদর্শন করা হয়। এসময় পরিবেশগত চর্চাগুলো নিয়মিত অনুশীলন করা, ব্যবসায়ে নতুনত্ব ধারণা প্রদানের পাশাপাশি উদ্যোক্তাদের চিন্তা চেতনায় পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করা হয়। পরিদর্শনকালে পরিবেশ উন্নয়নের জন্য কারিগরি পরামর্শ প্রদান ও পরিবেশ কার্ডে তা লিপিবদ্ধ করা হয়। এছাড়াও মাসিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ যেমন- উদ্যোক্তাদের পরিবেশ কার্ড প্রদান এবং তা হালনাগাতকরণ, উদ্যোক্তাদের কর্মক্ষেত্রে পরিবেশ উন্নয়ন বিষয়ক পোস্টার/সাইন সিম্বল প্রদান, পরিবেশ ক্লাবে পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ক বক্তব্য প্রদান, প্রতিটি উদ্যোক্তার অঙ্গীকারনামা মোতাবেক পরিবেশগত চর্চা মেনে চলার পরামর্শ প্রদান’সহ নতুন সদস্যদের এনভায়রনমেন্ট স্ক্রিনিং ফরম পূরণ করা হয়। পরিদর্শনকালে উদ্যোক্তাদের সাথে উক্ত বিষয়গুলোর উপর মতবিনিময় করা হয়।

ব্যবহৃত ভোজ্য পোড়া তেল ব্যবহার করে সাবান উৎপাদন

পদক্ষেপ এর ‘সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)’ এর উপ-প্রকল্প ‘প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস’ প্রকল্পের আওতায় রংপুরে পোড়া তেল সংগ্রহের জন্য একটি ভ্যান গাড়ি চালু করা হয়েছে যা মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকি কমাতে ও পরিবেশ নিরাপদ রাখতে অনন্য ভূমিকা পালন করবে। খাবার তৈরিতে একই তেলের বারবার ব্যবহার আমাদের দেশে খুবই সাধারণ একটি ঘটনা। কিন্তু এতে যে তেলের পুষ্টিগুণ কমে যায় সে বিষয়টি আমরা অনেকেই জানিনা। এই তেল ব্যবহারের ফলে হতে পারে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি, এমনকি ক্যান্সার বা হৃদরোগের ঝুঁকিও অনেকাংশে বাড়িয়ে দেয়। শুধু তাই নয় বর্জ্য হিসেবে যখন পোড়া তেল ফেলে দেয়া হয় তখন এটি পরিবেশের জন্যও ক্ষতিকর। তাই উক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে পোড়া তেল ব্যবহার করে সাবান তৈরির একটি কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে পদক্ষেপ। এর ফলে একদিকে যেমন পোড়া তেলের বারবার ব্যবহার কমেছে অন্যদিকে উদ্যোক্তারাও পোড়া তেল বিক্রি করে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে। সেইসাথে পরিবেশের উপর একটি বিরূপ প্রভাব থেকে রক্ষার পাশাপাশি ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি সবুজ এবং পরিচ্ছন্ন পৃথিবী গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা বৃত্তির চেক হস্তান্তর

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) তার ‘শিক্ষা কর্মসূচি সহায়ক তহবিল’ এর আওতায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমভুক্ত উপকারভোগীদের কৃতি ও মেধাবী সন্তানদের জন্য প্রতি বছর শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করে আসছে। শিক্ষাবৃত্তির মূল্য জনপ্রতি ১২,০০০/- (বার হাজার) টাকা। পাশাপাশি বৃত্তিপ্রাপ্ত ঐ একই শিক্ষার্থী যারা সফলভাবে ১ম বর্ষ শেষ করে ২য় বর্ষে উঠেছে তাদেরকে আবারও জনপ্রতি ১২,০০০/- টাকা প্রদান করা হয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ‘পিকেএসএফ’ ২০২৩ সালের যে শিক্ষা বৃত্তির তালিকা প্রদান করেছে তাতে পদক্ষেপ এর উপকারভোগীর মেধাবী সন্তানদের মধ্যে মোট ৩২ জন বৃত্তি পেয়েছে। এরমধ্যে ২০২২ সালে এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে একাদশ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত ১৩ জনকে প্রথম দফায় এবং ২০২১ সালে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১৯ জনকে দ্বিতীয় দফায় বৃত্তির চেক বিতরণ করা হয়েছে। চেক বিতরণকৃতদের মধ্যে রয়েছে ঢাকা জোনে ১ জন, ময়মনসিংহ জোনে ২, চট্টগ্রাম (উঃ) জোনে ২, চট্টগ্রাম (দঃ) জোনে ২, বি-বাড়িয়া জোনে ৩, পটুয়াখালী জোনে ১, বরিশাল জোনে ৪, ভোলা জোনে ১, যশোর জোনে ২, ফরিদপুর জোনে ১, রাজশাহী জোনে ২, রংপুর জোনে ৫, দিনাজপুর জোনে ৩ এবং নিকলী জোনে (হিজল কর্মসূচি) ৩ জন অর্থাৎ মোট ৩২ জনকে ৩.৮৪ লক্ষ টাকার চেক প্রদান করা হয়েছে। পদক্ষেপ এর জোন পর্যায়ে জোনাল ম্যানেজারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে এবং সরকারি বেসরকারি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে শিক্ষাবৃত্তির চেক হস্তান্তর করা হয়েছে। বিশেষ করে গত ৯ জুলাই ২০২৩ তারিখে দিনাজপুর জোনের ৩ জন বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর মাঝে ৩৬ হাজার টাকার চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ মিরাজুল ইসলাম এবং ১৩ জুলাই রংপুর জোনের ৫ জন শিক্ষার্থীদের মাঝে ৬০ হাজার টাকার বৃত্তির চেক প্রদান অনুষ্ঠানে রংপুর মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ওমর ফারুক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অতিথিবৃন্দ অতিদরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষামুখী করার ক্ষেত্রে শিক্ষাবৃত্তির ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন এবং এই উদ্যোগ গ্রহণের জন্য ‘পদক্ষেপ’ ও ‘পিকেএসএফ’কে ধন্যবাদ জানান। তারা আরও বেশি শিক্ষার্থীকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানান।

সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে আরও নতুন ৩টি এরিয়া গঠন ও পুনঃবন্টন এবং ৮টি ব্রাঞ্চের শুভ উদ্বোধন

পদক্ষেপ এর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম দেশব্যাপী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় ব্যাংকিং সুবিধা পৌঁছে দেয়া ও পুঁজির ঘাটতি পূরণ করা, আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে দরিদ্রদেরকে আগ্রহী করে তোলা, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং নতুন উদ্যোক্তা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। বর্তমানে দেশের প্রায় সব জেলায় পদক্ষেপ এর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় জুলাই ২০২৩ মাসে পদক্ষেপ এর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে আরও নতুন ৩টি এরিয়া গঠন ও পুনঃবন্টন এবং ৮টি ব্রাঞ্চের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরমধ্যে শরীয়তপুর, দশমিনা ও ভাঙ্গা এরিয়া নামে নতুন এরিয়া গঠন এবং পটুয়াখালী, আমতলী, গোপালগঞ্জ ও ফরিদপুর এরিয়াকে পুনঃবন্টন করা হয়েছে।

এছাড়া নতুন ব্রাঞ্চগুলো হলো, ফরিদপুর জোনের রাজৈর ও তারাশি ব্রাঞ্চ; বরিশাল জোনের ভেদরগঞ্জ, নড়িয়া, শরীয়তপুর সদর ও ডামুড্যা ব্রাঞ্চ; ভোলা জোনের খায়েরহাট এবং পটুয়াখালী জোনের উলানিয়া ব্রাঞ্চ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পদক্ষেপ এর সংশ্লিষ্ট জোনের সহকারি পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজারবৃন্দ, জোনের সিনিয়র ব্যবস্থাপকবৃন্দ (এডমিন ও একাউন্টস), এরিয়া ও ব্রাঞ্চ ম্যানেজারবৃন্দ এবং অন্যান্য কর্মীবৃন্দ, স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর, ঈমাম, শিক্ষক, এনজিও প্রতিনিধি, ব্যাংক কর্মকর্তা, বিশিষ্ট ব্যবসায়ীবৃন্দ, পুলিশ প্রশাসন এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে দোয়া মাহফিল শেষে সদস্যের মাঝে ঋণ বিতরণ করা হয়।

দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নে 'পিপিইপিপি' প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

উপজেলা পর্যায়ে সরকারি বিদ্যমান সেবাসমূহ অবহিতকরণ সর্ম্পকিত ওরিয়েন্টেশন

"পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল-ইইউ (পিপিইপিপি-ইইউ)" প্রকল্পের আওতায় 'উপজেলা পর্যায়ে সরকারি বিদ্যমান সেবাসমূহ অবহিতকরণ' সর্ম্পকিত ৫টি ওরিয়েন্টেশন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরমধ্যে মৎস্য, কৃষি, ও প্রাণিসম্পদ কর্তৃক গত ১৭ জুলাই মিঠামইন উপজেলায় ১টি ও ১৯ জুলাই অস্টগ্রাম উপজেলায় ১টি এবং সমাজসেবা, মহিলা বিষয়ক, যুব উন্নয়ন ও পিআইও দপ্তর কর্তৃক ১৮ জুলাই অস্টগ্রাম উপজেলায় ১টি; এছাড়া ইউএনও কর্তৃক ২৫ জুলাই মিঠামইন উপজেলায় ১টি ও ২৬ জুলাই ২০২৩ তারিখে অস্টগ্রাম উপজেলায় ১টি 'উপজেলা পর্যায়ে সরকারি বিদ্যমান সেবাসমূহ অবহিতকরণ' সর্ম্পকিত ওরিয়েন্টেশনগুলো অনুষ্ঠিত হয়।

মৎস্য, কৃষি, ও প্রাণিসম্পদ কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলো উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এরমধ্যে মিঠামইন উপজেলার অনুষ্ঠানে উপজেলা কৃষি অফিসার মোঃ মাহাবুবুল আলম, ভেটেনারি ফিল্ড অফিসার মোঃ আবদুল্লাহ আকন্দ ও মোঃ রবেল মিয়া এবং অস্টগ্রাম উপজেলার অনুষ্ঠানে উপজেলা কৃষি অফিসার অভিজিৎ সরকার, উপজেরা মৎস্য অফিসার মোঃ আবদুল্লাহ আল মামুন, উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার ডা: মোঃ আব্দুল আওয়ার ভুইয়া বক্তব্য রাখেন।

এছাড়া সমাজসেবা, মহিলা বিষয়ক, যুব উন্নয়ন ও পিআইও দপ্তর কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানটি অস্টগ্রাম উপজেলা সমাজসেবা অফিসারের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার মোঃ মেহেদী হাসান, উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিসার মোঃ নুর নবী, উপজেলা সহকারি যুব উন্নয়ন অফিসার মোঃ নাহিদুল ইসলাম ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার মোঃ আলমাছ উদ্দিন বক্তব্য রাখেন।

উপজেলা পরিষদ হল রুমে ইউএনও কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠান ২টির মধ্যে মিঠামইন উপজেলা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নিবার্হী অফিসার মোঃ আবদুল্লাহ আল মামুন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার মোঃ মাহাবুবুল আলম, মৎস্য অফিসার মোঃ আবদুল্লাহ আকন্দ, ভেটেনারি ফিল্ড অফিসার মোঃ রুবেল মিয়া, সমাজসেবা অফিসার মোঃ মেহেদী হাসান। অপরদিকে অস্টগ্রাম উপজেলা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মোঃ সাইদুল ইসলাম জেমস এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নিবার্হী অফিসার মোঃ হারুন অর রশিদ, কৃষি অফিসার অভিজিত সরকার, সহকারি মৎস্য অফিসার মোঃ জামান মিয়া, প্রাণিসম্পদ অফিসার ডা: মোঃ আব্দুল আওয়ার ভুইয়া, সমাজসেবা অফিসার মোঃ মেহেদী হাসান।

অনুষ্ঠানগুলোতে সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান তাদের নিজ নিজ সেবাসমূহ সকলকে অবহিত করেন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠির ভাগ্য উন্নয়নে সকল সুবিধা প্রদানের আশ্বাস দেন। বক্তারা আরও বলেন, সরকার যে সকল কাজ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করার জন্য হাতে নিয়েছেন সেগুলো সরকারের একার পক্ষে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয় তাই সরকারি ও বেসরকারি যে সকল প্রতিষ্ঠান রয়েছে সকলে মিলে কাজগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে। তা হলে টেকসই উন্নয়ন, ডিজিটাল ও স্মার্ট দেশ গড়তে সহজ হবে। এব্যাপারে পদক্ষেপ এর সকল কাজে প্রশাসনের দিক থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা হবে বলে বক্তারা জানান। অনুষ্ঠানগুলোতে সরকারি প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, শিক্ষক'সহ প্রসপারিটির উপকারভোগীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রকল্পের আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন অনুদান ও উপকরণ বিতরণ

"পিপিইপিপি-ইইউ" প্রকল্পের আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের আওতায় মিঠামইন ইউনিটে গোপদীঘি, ঘাগরা ও কেওয়ারজোর ইউনিয়নে গত ২৬ জুলাই ২০২৩ তারিখে 'স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে শুঁটকি উৎপাদন ও বিপণন' বিষয়ক আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্য মিঠামইন এরিয়ার ঘোপদীঘি ইউনিয়নের ৫ জন এবং কেওয়ারজোর ইউনিয়নের ৮ জন অগ্রসরমান অতি দরিদ্র সদস্যকে শুঁটকি উৎপাদনের জন্য শুঁটকি, মটকা, মশারি, পলিথিন, মাস্ক, হাইজেনিক ক্যাপ, হ্যান্ড গ্লাভস, ছাতা, চাকু, অ্যাপ্রোন ইত্যাদি প্রদান করা হয়। এসময় কারিগরি কর্মকর্তা মোঃ হাবিবুর রাহমান, সহকারি কারিগরি কর্মকর্তা মোঃ নুর ইসলাম ও মোঃ মনির হোসেন এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অপরদিকে নিকলি ইউনিটে নিকলি সদর, কারপাশা ও ছাতিরচর ইউনিয়নে গত ৩০ জুলাই ২০২৩ তারিখে জীবিকায়ন কম্পোনেন্ট এর 'অকৃষিজ (ক্ষুদ্র ব্যবসা)' বিষয়ক আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের আওতায় নিকলি এরিয়ার সদর, কারপাশা, দামপাড়া, ছাতিরচর ইউনিয়নের ৮ জন সদস্যকে মুদি দোকানের মালামাল, মিঠামইন এরিয়ার ঘোপদীঘি ইউনিয়নে ২ জন সদস্যকে মুদির দোকানের বিভিন্ন মালামাল, ঘাগড়া ইউনিয়নের ৩ জন সদস্যকে সেলাইয়ের পাশাপাশি ব্যবসা করার জন্য বিভিন্ন ধরনের থান কাপড় সামগ্রী এবং কেওয়ারজোর ইউনিয়নের ৩ জন সদস্যকে মুদি দোকানের বিভিন্ন মালামাল প্রদান করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন নিকলি জোনাল ম্যানেজার ও সহকারি পরিচালক মোঃ মাহাবুবর রাহমান, এডমিন ম্যানেজার সুমন দত্ত, কারিগরি কর্মকর্তা (জীবিকায়ন) মোঃ হাবিবুর রাহমান, সহকারি কারিগরি কর্মকর্তা মোঃ শ্যামল আলী প্রমুখ।

এছাড়া মিঠামইন ইউনিটের মিঠামইন উপজেলার গোপদিঘী ঘাগরা ও কেওয়ারজোর ইউনিয়নে নিঃস্ব অতি দারিদ্র ৪ জন ও ২ জন অগ্রসরমান সদস্যকে কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের জন্য ভ্যানগাড়ি'সহ বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ করা হয়।

পুষ্টি মেলা ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান

"সঠিক পুষ্টিতে, সুস্থ জীবন" এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে পদক্ষেপ এর "পিপিইপিপি-ইইউ" প্রকল্পের অষ্টগ্রাম ইউনিটের পূর্ব-অষ্টগ্রাম ইউনিয়নে পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কম্পোনেন্টের পক্ষ থেকে গত ২৩ জুলাই ২০২৩ তারিখে 'প্রসপারিটি প্রতিভা সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্র (কিশোরী)' এর পুষ্টি মেলা ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে শিশুর সোনালী ১ হাজার দিন, প্রদর্শিত ফলমূল ও শাকসবজি'র পুষ্টি গুণাগুণ নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া স্যাটেলাইট ক্লিনিক পরিচালনা, কুইজ অনুষ্ঠান ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট কবিরখান্দান এলাকার ওয়ার্ড সদস্য মো: শাহীনুর রহমান শাহীন এবং প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ।

‘পিপিইপিপি’ প্রকল্পের ‘গাইনি ও শিশু স্বাস্থ্য’ এবং ‘কৈশোর কালীন বিশেষায়িত স্বাস্থ্যক্যাম্প’ অনুষ্ঠিত

‘পিপিইপিপি-ইইউ’ প্রকল্পের কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলী উপ-প্রকল্প ইউনিটের দামপাড়া ইউনিয়নের পূর্ব বড়কান্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গত ২৬ জুলাই ২০২৩ তারিখে ‘গাইনি ও শিশু স্বাস্থ্য’ বিষয়ে এবং কারপাশা ইউনিয়ন পরিষদে ২৭ জুলাই তারিখে ‘কৈশোর কালীন’ বিশেষায়িত স্বাস্থ্যক্যাম্প এর আয়োজন করা হয়। উক্ত স্বাস্থ্য ক্যাম্প ২টির মাধ্যমে ১১ জন শিশু, ২ জন গর্ভবতী মা, ১১ জন প্রসূতি মা, ৬৬ জন কিশোরী ও ২৭ জন প্রবীণ নারী’সহ সর্বমোট ৩০০ জনকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা, ঔষধপত্র ও স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ করা হয়। স্বাস্থ্য ক্যাম্প ২টি পরিচালনা করেন নিকলী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: সজীব ঘোষ। এছাড়া কারপাশা ও সিংপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সহকারি সার্জন ডা: তনুশ্রী সাহা ও ডা: তানজিনা আফরিন ‘গাইনি ও শিশু স্বাস্থ্য’ বিষয়ে চিকিৎসা প্রদান করেন। স্বাস্থ্য ক্যাম্পগুলোতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ শফিকুল ইসলাম, পদক্ষেপ এর কিশোরগঞ্জ জোনের সহকারি পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজার মোঃ মাহবুবুর রহমান, এরিয়া ম্যানেজার নুর মোহাম্মদ’সহ প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ।

‘পিপিইপিপি’ প্রকল্পের মৎস্য সম্পদ বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ

গত ২৩ জুলাই ২০২৩ তারিখ “পিপিইপিপি-ইইউ” প্রকল্পের আওতায় নিকলি উপ-প্রকল্প ইউনিটের ছাতিরচর, মিঠামইন ইউনিটের ঘাগরা ও গোপদীঘি ইউনিয়নে পৃথক ৩টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণগুলোতে অতিদরিদ্র পরিবারের ২৫ সদস্যকে নিয়ে মৎস্য সম্পদভিত্তিক দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে ‘ফিশিং গিয়ার তৈরি ও বিপণন’ এবং ‘স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে শুঁটকি উৎপাদন ও বিপণন’ বিষয়ের উপর আলোচনা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণগুলোতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভেটেরিনারি সার্জন ডাঃ এ কে এম তানজিম নাঈম। এছাড়া অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন টিও মোঃ হাবিবুর রহমান, সিবিও মনিটরিং অফিসার মোঃ মনির হাওলাদার, সহকারি কারিগরি কর্মকর্তা (পুষ্টি) তাফসির মোহাম্মদ ফারাবী, সহকারি কারিগরি কর্মকর্তা (জীবিকায়ন) অশিথ কীর্তনিয়া প্রমূখ।

‘আরএমটিপি’ প্রকল্পের “নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ শীর্ষক ভ্যালু চেইন” উপ-প্রকল্প এর আওতায় রেণু পোনা সরবরাহকরণ কার্যক্রম

“রুরাল মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি)” প্রকল্পের “নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ” শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প এর আওতায় রেণু পোনা সরবরাহ করা হয়। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় প্রকল্পের আওতায় মৎস্যজীবিদের মৎস্য পোনা নার্সারির আওতায় গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলার বাগডা গ্রামের নার্সারি চাষী কাজী গোলাম আজম ও গোলাংক গ্রামের নেপাল ঘোষকে প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র হালদা নদীর ২০০ গ্রাম করে রেণু সরবরাহ করা হয়। মৎস্যচাষীরা হালদা নদীর মাছের রেণু পেয়ে অত্যন্ত খুশি এবং এই প্রজাতির মাছ চাষে আগ্রহী হন। উক্ত রেণু পোনা সরবরাহ করেন গোপালগঞ্জ জেলায় কর্মরত এভিসিএফ মো: নাহিদ হাসান।

‘আরএমটিপি’ প্রকল্পের এর আওতায় ভেঞ্চুরি এরেটর ও দ্রুত বর্ধনশীল মাছ জি-৩ রুই পোনা মাছ সরবরাহ

মৎস্যচাষীদের অধিকতর আয় ও প্রযুক্তি নির্ভর মাছ চাষ করার জন্য পদক্ষেপ বাস্তবায়নাধীন ‘আরএমটিপি’ প্রকল্পের কর্ম-এলাকা গোপালগঞ্জ জেলার মোট ৬ জন মৎস্যচাষীর মাঝে আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে মাছ চাষ প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়। এতে চাষীদের মাঝে অধিক ঘনত্বের মাছের জন্য ভেঞ্চুরি এরেটর ও দ্রুত বর্ধনশীল মাছ জি-৩ রুই এর ৪০০ কেজি পোনা সরবরাহ করা হয়। এই প্রযুক্তিটি অত্র এলাকায় সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে ব্যাপক সারা ফেলবে এবং মৎস্যচাষীরা আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে মাছ চাষে আগ্রহী হবেন। উক্ত উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্পের ভিসিএফ কৃষিবিদ মো: লেমন মিয়া, এভিসিএফ মো: তারেক ব্যাপারী প্রমূখ।

‘আরএমটিপি’ প্রকল্পের আওতায় অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর

গত ১৯ জুলাই ২০২৩ তারিখ ‘পদক্ষেপ’ ও ‘কোডেক’ এনজিও সংস্থার ‘রেডি টু কুক’ উদ্যোক্তাদের মাঝে অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রকল্পের আওতায় মোট ৮ জন উদ্যোক্তা এবং প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। তারা কুয়াকাটার তালতলীর ‘সাকিব ফিশ এন্ড ভিআইপি মাছঘর’ ‘রেডি টু কুক’ মৎস্য পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিদর্শন করে। উদ্যোক্তাগণ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মার্কেটিং চ্যানেল, বিজনেস প্ল্যান ও বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করে অনেক কিছু শিখতে পারেন ও সকলে উপকৃত হন। সরেজমিন এধরনের অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর উদ্যোক্তাদের মাঝে সৃষ্টিশীল কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

কুষ্টিয়া এরিয়া ও সদর ব্রাঞ্চ এবং ভেড়ামারা ও আলমডাঙ্গা ব্রাঞ্চ অফিসের নতুন ঠিকানা

কুষ্টিয়া এরিয়া ও ব্রাঞ্চ অফিসের নতুন ঠিকানা: গ্রাম- চৌরহাস, বাসা নং- ৫, ফজলুল বারি চৌধুরী রোড, উপজেলা মোড়, ডাক: কুষ্টিয়া, উপজেলা: কুষ্টিয়া সদর, জেলা: কুষ্টিয়া। এছাড়া ভেড়ামারা ব্রাঞ্চ অফিসের ঠিকানা: বাসা নং- ৭১/০১. ডাক: ভেড়ামারা ডায়াবেটিক সমিতির বিপরীত পাশে, উপজেলা রোড, কলেজ পাড়া, উপজেলা: ভেড়ামারা, জেলা: কুষ্টিয়া এবং আলমডাঙ্গা ব্রাঞ্চ অফিসের ঠিকানা: বাসা নং- ৮৪১, রোড নং- ০২, গ্রাম- মিয়াপাড়া, ডাকঘর- আলমডাঙ্গা, উপজেলা: আলমডাঙ্গা, জেলা: চুয়াডাঙ্গা।

শোকবার্তা

গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমাদের সহকর্মী কাজী সাদিয়া আফরিন (কর্মী পরিচিতি নং- ০১৬২৪৬১২২২১), টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট এন্ড ইমপ্লিমেন্টেশন সেল, প্রোগ্রাম উইং, প্রধান কার্যালয়। তিনি গুলেন বারি সিনড্রোম রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ১৭ জুলাই ২০২৩ তারিখ রোজ সোমবার দুপুর ১:১৭ ঘটিকায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৫ বছর। আমাদের সহকর্মীর এই দুঃখজনক ও শোকাবহ মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত ও মর্মাহত। মরহুমের মৃত্যুতে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন এবং পরম করুণাময়ের কাছে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

জুলাই মাসে প্রশিক্ষণ পেয়েছে ২২৪ জন

জুলাই ২০২৩ মাসে অভ্যন্তরীণভাবে পদক্ষেপ এর প্রধান কার্যালয়ের ৬ জন এবং মাঠ পর্যায়ে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত ৬০ জন কমিউনিটি ম্যানেজারকে “বেসিক ওরিয়েন্টেশন” বিষয়ে এবং ১২৮ জন কমিউনিটি ম্যানেজারকে “দলীয় গতিশীলতা, সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা” বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি বহি: উৎস আইএনএম কর্তৃক আয়োজিত পদক্ষেপ এর ৩০ জন ব্রাঞ্চ ম্যানেজারকে WCAD কর্মসূচি বাস্তবায়ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

পিআইডিএম এ মাসে সেবা দিয়েছে ৭০৬ জনকে

পদক্ষেপ তার নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পিআইডিএম-এ পদক্ষেপ’সহ সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ও যৌথ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় জুলাই ২০২৩ মাসে পদক্ষেপ’সহ ৭টি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার মোট ৭০৬ জন কর্মী/উপকারভোগীর অংশগ্রহণে ২টি সভা ও পরীক্ষা এবং ৭টি প্রশিক্ষণ ব্যাচের জন্য খাদ্য, ভেন্যু ও আবাসন সেবা প্রদান করা হয়েছে।

এ মাসে রেমিটেন্স লেনদেন হয়েছে ১৯৯টি

জুলাই ২০২৩ মাসে বিভিন্ন ব্রাঞ্চের মাধ্যমে মোট ১৯৯ জন গ্রাহককে ৮৯.০৯ লক্ষ টাকা রেমিটেন্সের অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এভাবে এপর্যন্ত পদক্ষেপ মোট ১,৫৯,৩৮২ জন গ্রাহককে ৫১৩.৩০ কোটি টাকা রেমিটেন্সের অর্থ প্রদান করেছে। উল্লেখ্য যে, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে পদক্ষেপ দেশব্যাপী মানিগ্রাম, ট্রান্স-ফাস্ট, এক্সপ্রেস মানি, সিবিএল মানি ট্রান্সফার, ইজেড রেমিট, আল জাদিদ, আফতাব কারেন্সি, ইউনিমনি, ইনস্ট্যান্ট ক্যাশ ও রিয়া’সহ মোট ২৮টি এক্সচেঞ্জ হাউজ/প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে বিদেশ হতে প্রেরিত রেমিটেন্স গ্রাহকের হাতে পৌঁছে দিচ্ছে।

এ মাসে ১৪৮ জনকে নিয়োগ দিয়েছে পদক্ষেপ

জুলাই ২০২৩ মাসে পদক্ষেপ এর প্রধান কার্যালয়ের অর্থ ও হিসাব বিভাগে সহকারি ব্যবস্থাপক পদে ১ জন ও প্রেসিডেন্ট মনিটরিং সেলে উপ-পরিচালক পদে ১ জন এবং ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির বিভিন্ন ব্রাঞ্চে সিএম-১ ও ২ পদে ৭৫ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি ‘এসটিআই/এইচআইভি প্রিভেনশন সার্ভিস’ প্রকল্পের ‘‘আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি” প্রকল্প-২ এর বিভিন্ন পদে যেমন-প্রোজেক্ট ম্যানেজার-১ জন, ক্লিনিক ম্যানেজার-১, মেডিকেল অফিসার-২, কাউন্সিলর-৩, নার্স-৪, প্যারামেডিক-৮, ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ভিজিটর-১, ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট-৬, প্রশাসনিক সহকারি-৪, পিএইচসিসি ম্যানেজার/ফিজিসিয়ান-১, ল্যাব টেকনিশিয়ান-৩, ফিল্ড সুপারভাইজার-৩, রিসিপসনিস্ট-৩, সার্ভিস প্রোমোটার-৫, ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ভিজিটর-২, ক্লিনিক এইড-৪, অফিস সহকারি-১, আয়া কাম ক্লিনার-৬, ম্যাসেঞ্জার কাম সিকিউরিটি গার্ড- পদে ৬ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়া সমৃদ্ধি কর্মসূচির দাসেরবাজারে-৩ জন ও সুরমাতে-২ জন শিক্ষক পদে এবং ‘পিপিইপিপি-ইইউ’ প্রকল্পে সহকারি টেকনিক্যাল অফিসার (নিউট্রিশন) পদে ১ জন ও টেকনিক্যাল অফিসার (সি.এম) পদে ১ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

কর্মী কল্যাণ তহবিল, সিপিএফ ও অনুদান প্রদান

জুলাই ২০২৩ মাসে সিপিএফ হতে ১২ জন কর্মীকে ৩,১২,৩০০/- টাকা প্রদান এবং কর্মী কল্যাণ তহবিল হতে ১২ জন কর্মীকে ১৭,৮০০/- টাকা ফেরত দেয়া হয়েছে। এছাড়া কর্মী স্বেচ্ছা সঞ্চয় ও বীমা প্রোগ্রাম থেকে ১৬ জনকে ৪,৬১,০৯০/- টাকা এবং কর্মী কল্যাণ তহবিল হতে ১০ জনকে ১,৬৬,০০৫/- টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

পাবলিকেশন ও ডকুমেন্টেশন সেকশন কর্তৃক প্রণয়নকৃত মাসিক ই-নিউজে আপনার আওতাধীন কার্যক্রমের প্রতিমাসের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে zahid@padakhep.org ই-মেইলে জমা প্রদানের আহবান করা হলো।

বাড়ি নং-৫৪৮, রোড নং-১০, বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৫৮১৫১১২৬, ৫৮১৫৬৯২৫, ৫৫০১০৪০৫ ৫৫০১০৪০৬, ফ্যাক্স ঃ ৮৮-২-৯১৩৭৩১০
E-mail : pmuk@padakhep.org info@padakhep.org, Web: www.padakhep.org